

০০০০০ : ০ ০০০০০০০, ০০০০০০ ০০০০০ : ০০০০০০ ০০০০০০০০০০০০

রপার্চ ইনশিয়ুটিভিস, বাংলাদেশ - এর উদ্ঘােগে গত ২৮ নভেম্ বর, ২০১৪ সরিডাপ আডটিে রয়িম্ “ক্ে রবান আলী স্ মারক
গে লটেবেলি ডায়ালগ: বাংলাদশেের ক্ ষুদ্ র ও প্ রান্ তকি ক্ ষকদরে ভূ মবি ঘবহার, ক্ ষরি চ্ ঘালঞ্ জ ও সম্ ভাবনা” শীর্ ষক
ডায়ালগ অনু ষ্ ঠতি হয়। অনু ষ্ ঠানে সভাপতি ব্ করনে রহিব-এর নরি বাহী পরচালক যেষনা গু হঠাকুরতা এবং কী-নে ট পপোর
উপস্ থাপন করনে রহিব এর “Fostering Agrarian Strategies for Overcoming Small Farmers
Challenges” প্ রকল্ পরে ক্ে-অর্ ডনিটের সুরাইয়া বগেম। প্ রকল্ পটিজার মনির র্ে সা লাক্ সম্ বার্ গ
স্ টফিট্ং-এর আর্ থকি সহায়তায় ২০১৩ সাল হতে পরচালতি হচ্ ছে। উক্ ত আল্ে াচনা অনু ষ্ ঠানের মূল বমিয়গু লে ক্ে এখান্ে
উপস্ থাপন করা হল। এর উপর লখিতি মতামত দবোর জন্ য অনু রাধ করা হল সবাইক্ে।

০০০০০ ০০০০০ : ০০০০০০০০০০ ০০০০০০০ ০ ০০০০০০০০০ ০০০০০০০ ০০০০ ০০০০০০০, ০০০০০ ০০০০০০০০০
০ ০০০০০০০০

বাংলাদশেের অর্ থনীতিরি অনু ষ্ তম খাত ক্ ষি এবং দশেের জনসংখ্ যার প্ রায় দুই ত্ীয়াংশ ক্ ষক। ক্ ষিবাংলাদশেের
গ্ রামাঞ্ চল ও অর্ থনীতিরি মূল চালকি শক্ তি এবং জনগে ষ্ ঠীর অধকিংশরে প্ রধান পশো। খাদ্ য নরিপত্ তা, কর্ য
সংস্ থান ও অর্ থনৈতিকি প্ রবদ্ খিচালু রাখতে এই খাতরে গুরূ ত্ ব অনকে বশো। কারণ দশেের খাদ্ য শস্ যরে চাহদিার
প্ রায় ১৫% সরবরাহ করনে এদশেের ক্ ষক। কনি ত্ এই গরমি ঠ সংখ্ যক ক্ ষক তার নজিরে চাহদি পূরণ করতে পারে না
বভিনি ন ধরনের সমস্ যার কারণে, বশিষে করে চাষযে াগ্ য ভূ মপি বত্ বরে অভাবরে কারণে। ২০০৮ সালরে পরপিংখ্ যান
অনু ষায়ী বাংলাদশেের ২,৮১,৬৫,৭০০ পরবিাররে মখ্ য ৫৩.৫৭% পরবিাররে চাষযে াগ্ য জমি আছে এবং অবশমি ট ৪৬.৬৩%
পরবিাররে চাষযে াগ্ য ক্ে ন জমি নেই। যাদরে চাষযে াগ্ য জমি আছে তাদরে মখ্ য ৩৮.৬৩% পরবিার প্ রান্ তকি ক্ ষক
(০.০২-০.২০ হ্ে), ৪১.৮৫% ক্ ষুদ্ র ক্ ষক (০.২১-১.০ হ্ে), ১০.৩৪% মাঝারি ক্ ষক (১.০ হ্ে: এর বশৌ থকে ৩.০ হ্ে: এর
কম) এবং অবশমি ট ১.১৭% পরবিার বড় ক্ ষক (৩.০ হ্ে: এর অধকি) পরবিাররে আওতাভূ ক্ ত। প্ রান্ তকি এবং ক্ ষুদ্ র
ক্ ষক পরবিারগু লে। একত্ রে দশেের ম্ে ট ক্ ষক পরবিাররে ৮৮.৪৮% হলে ও তাদরে মালকিনাখীন চাষযে াগ্ য জমরি পরমিাণ
মাত্ র ৩৬.৩০%। অনু ষদকিে দশেের মাত্ র ১১.৫১% মাঝারি এবং বড় ক্ ষক পরবিারগু লে র মালকিনায় রয়ছে দশেের ম্ে ট
চাষযে াগ্ য জমরি ৬৩.৩৭%।

ভূ মবি ঘবহাররে ক্ ষতে রে দেখা যায় য্ে, ক্ ষুদ্ র ও প্ রান্ তকি ক্ ষক স্ বীয় অস্ ততি ব্ বজায় রাখার জন্ য্ে নজিরে
জমতিে চাষ করার সাথে সাথে অনু ষরে জমবির্ গা বা লীজ নয়িে চাষ করনে; কখনও শ্ রমকি হপিবেও অনু ষরে জমতিে কাজ
করনে। ক্ ষতেমজুর নাককি ষক - এই পরচিয় স্ স্ পম্ ট করার ক্ ষতে রে যা দ্ বনদ্ বরে স্ টকিরে। অনু ষদকিে কঠোর
বাস্ তবতা হচ্ ছে, যপেব ক্ ষি পরবিার অক্ ষিখাতরে ক্ে ন আয় য্ে াগ্ হয়না তারা বশেরিভাগ ক্ ষতে রে ছাটিক্ে পড়ে ক্ ষকিজ
থকে, যা ক্ ষতিে নঃি বকরণ প্ রক্ রিয়াক্ে ত্ বরান্ বতি করে থাকে। আবার ক্ ষতিে ব্ হ্ পূ জি বিনিয়িে াগ্ শুরূ হয়ছে এবং
বানজি যকি ক্ ষি উ পাদন ব্ দ্ খি পাচ্ ছে। দশেের বড় বড় ব্ যবসায়ী এবং কর্ পেরেটে প্ রতমি ঠানগু লে। ক্ ষি জমি ইজারা নয়িে
বনিয়িে াগ্ করছে। ক্ ষজিমতিে মার্ কটে, কমডি নটি সিনে টার তরৌ এবং হাউজি ব্ যবসার অনু প্ রবশে ঘটছে এবং ক্ ষি জমি
অক্ ষিখাতে চলে যাচ্ ছে। জাতীয় ক্ ষি নীতি ২০১৩ তে উল্ লখে করা হয়ছে য্ে, প্ রতি বছর ক্ ষি জমরি পরমিাণ প্ রায় ১%
শতাংশ হারে হ্ রাস পাচ্ ছে। এসব কছি ই ক্ ষকরে ভূ মিমালকিনা স্ বত্ ব ও ভূ মবি ঘবহারে পরবির্ তন স্ টতিে ভূ মকি

রাখছে একথা বলা যায়। অন্যদিকে গ্ৰামাঞ্চলে পুঁজির প্রবাহ বৃদ্ধিপলেও কৃষক ভালো আছে একথা কউে বলতে পারছে না।

ভূমি ব্যবহার বা মালিকানার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বা সরকারী পর্যায়ে ১৭৯৩ সালে ‘চরিস্থায়ী বন্দোবস্ত’, ১৮৮৫ সালে ‘বঙ্গীয় প্রজাপ্রত্ব আইন’, ১৯৫০ সালে ‘পূর্ববঙ্গ জমিদারী অধিগ্ৰহণ ও প্রজাপ্রত্ব আইনের’ ধারাবাহিকিতায় ১৯৮৪ সালে ‘ভূমিসংস্কার অধ্যাদেশ’ প্রণীত হয়। এ অধ্যাদেশে অনুযায়ী ভূমির মালিকি ও বর্গাদারের মধ্য ঘে চুক্তিহিত হব লখিত, যা অনুত্ত ৫ বছরের জন্য বলব থাকবে এবং বর্গাদারের সক্ষম উত্তরাধিকারী থাকলে তিনিও বর্গাদারত্ব পাবনে। সথানে উঁ পাদতি ফসল তিনি ভাগ হব: এক ভাগ ভূমিমালিকি, এক ভাগ বর্গাদার এবং এক ভাগ ঘে পক্ষ বীজ, সার ও সচেরে খরচ বহন করবে সেই পক্ষ পাবে, অর্থাৎ অর্ধশতাব্দিকেরে পুরাতন তত্তোগা আন্দোলনের দাবী বাস্তবায়িত হয়। এছাড়া বনোমী লনেদনে ও কৃষিপ্ৰজাদরে বাস্তবুতি থকে উচ্ছদে বাতলি করা হয় এবং পরবার বা প্ৰতিষ্ঠান পছী কৃষিজমির পরমিণ সর্বাচ ৬০ বমি (১ বমি= ৩৩ শতক) নর্ধারণ করা হয়। এছাড়া ১৯৮৯ সালে ‘খণ সালশী আইন’ এবং ২০১৩ সালে ‘জাতীয় কৃষি নীতি’ প্রণীত হয়।

এই প্রকল্পটিে রহিব “Fostering Agrarian Strategies for Overcoming Small Farmers Challenges”

শরিনোমতে তিনি বছরের একটি গবেষণা প্রকল্প পরচালনা করছে ২০১৩ থেকে। প্রকল্পে কৃষুদ্র ও প্রান্তিকি কৃষকদের সমস্যা চহ্নিতিকরণ ও উত্তরণেরে প্রতীগ্রুত্ত্ব আরোপ করা হয়েছে। এগ্রে। ইকোলজিকি ঘাল জেনে-ক ভেতি তকিরে বাংলাদেশেরে পটুয়াখালী, নওগাং, বগুড়া, দিনাজপুর এবং নীলফামারী - প্রতটি জলোতে একটি গ্রামকে কেন্দ্র করে কাজটিকরা হয়েছে।

বাংলাদেশেরে কৃষুদ্র ও প্রান্তিকি কৃষকদের ভূমি প্রত্ব ও ভূমি ব্যবহার এবং কৃষির ক্ষেত্রে ঘেসেব সমস্যা বদি ঘমান স সম্প্রকে তথ্য অনুবেষণ এই কাজেরে বমিয়বস্তু। এ কাজে তথ্য সংগ্ৰহ করা হয়েছে প্রান্তিকি ও কৃষুদ্র কৃষক এবং ক্ষেত্রেমজুরদের সাথে ব্য়ক তগিত সাক্ষাৎকার ও দলীয় আলোচনা, বিভিন্ন সরকারি কৃষিসম্প্রসারণ কর্মকর তার সাথে আলোচনা, পাঁচটি এলাকায় জরপি, সফলতার কাহিনী সংগ্ৰহ এবং নাগরকি সমাজ ও রাজনৈতিক দলের সদস্যদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে।

আমাদের মাঠ অভিজ্ঞতা এবং জরপি থেকে এটা উঠে এসছে ঘে, গ্ৰামাঞ্চলে এখন বর্গা নবোর তুলনায় কৃষাশ লীজ বা কন্ট্রাক্ট নবোর হার বেশী এবং এটিক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে। লীজ জনপ্রিয় হচ্ছে কারণ এর ফলে কৃষুদ্র এবং প্রান্তিকি কৃষক স্বেল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে একটা নর্দষ্টি সময় পর্যন্ত একটি নর্দষ্টি পরমিণ জমির মালিকানা প্রত্ব নর্বিচি ছিন্তাবে ভোগ করবে। যা কনি তার বঞ্চে থাকার এবং আত্ম উন্নয়নের মূল দকি। আগে কৃষকের লক্ষ্য থাকত টাকা জমিয়ে জমিকিনোর কনি তু এখন কৃষক জমিকিনোর বদলে লীজ নতিে আগ্রহী। কারণ গ্ৰামাঞ্চলে পুঁজির অনুপ্রবশেরে ফলে জমির দাম গত ১০-১৫ বছরে ক্রমবর্ধমানভাবে অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পিয়েছে। যা কৃষকের নাগালের বাইরে চলে গেছে। ফলে কৃষুদ্র ও প্রান্তিকি কৃষক ক্রমশ: লীজ ও কন্ট্রাক্ট প্রথার দকিে ঝুঁকছে।

লীজ ও কন্ট্রাক্ট নবোর মূল কারণ ভূমহীনতা, নজিস্ ব জমিকিম থাকা, টাকা খাটানো, চাষাবাদ করে জীবকি নর্বাহ এবং আয় বৃদ্ধিকিরা। বনিমিয় মূল ঘেরে ক্ষেত্রে পণ ঘেরে বদলে কৃষাশ টাকার আধিপত্য প্রতষ্টি হচ্ছে, যা কনি দুপক্ষই মনে করছে তারা লাভবান হচ্ছে। এটা গ্রুত্ত্বপূর্ণ একটা বমিয় ঘে, একটি পদ্ধতি জমির মালিকি এবং চাষী দুপক্ষকেই সন্তুষ্ট করছে। যা আমাদের কাজেরে মধ্য ঘে দিয়ে বেরে হয়েছে। জমির মালিকি খুশিকারণ বর্গা ব্যবস্থায় ফসলের অর্ধকে ভাগ দিয়ে দতিে হয় বলে বর্গাচাষী জমতিে যথেষ্ট পরমিণ শ্রম বনিয়োগ করে না। দ্ৰবতীয়ত : জমতিে

ফসল বশেঁ হলেও অনুপস্থিতি জমির মালিক হওয়ার কারণে ঠাকুরি উৎপাদনের পরিমাণ জানতে পারে না বলে তারা মনে করে এবং ভাবে যে, একারণে ভাগে কম পাচ্ছে। অন্যদিকে ফসল নষ্ট হলে পুরোটাই কৃষতি তার তুলনায় লীজের মাধ্যমে বা সরকি একটি নির্দিষ্ট অর্থ যদি অগ্রিম পাওয়া যায় তা অনুযায়ী কৃষিতে বিনিয়োগ করতে পারে, যখন ব্যবসা বা সঞ্চারপত্র ক্রয়। তাদের ধারণা সঞ্চারপত্র থেকে যে পরিমাণ সুদ তারা পতে পারে তা বর্গাচাষ হতে প্রাপ্ত ফসল হতে বশেঁ লীজ বা বন্দক প্রক্রিয়াতে গেলে সে অর্থে জমির প্রতি কৃষি বিনিয়োগ না করাই রটির ন পাওয়া যায়, ফলে জমির মালিক সন্তুষ্ট। অন্যদিকে কৃষক সন্তুষ্ট কারণ সে জানে অর্থের বিনিয়োগে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির নজিস্ মালিকানার অধীন থাকবে একটি নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী। ফলে এই জমিতে সে তার সর্বোচ্চ শ্রম বিনিয়োগ করে সর্বোচ্চ উৎপাদন পতে পারে। যার ভাগীদার ১০০% সে নজিহে। এই প্রক্রিয়ায় সে উদ্ভূত শ্রম বিনিয়োগ করে উদ্ভূত তাকে উন্নয়নের দিকে এবং সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। এটি তাকে এক ধরনের নিশ্চয়তা প্রদান করে থাকে। যদি কোন কারণে কোন একটি ফসল নষ্ট হয় তাহলে পরবর্তী ফসলের মাধ্যমে সে কৃষি পুষিয়ে নেবোও একটা ব্যবস্থা থাকে। এই প্রক্রিয়ায় জমির মালিকের প্রতি তার দায়বদ্ধতাও কম থাকে।

অন্যদিকে ফসল কন্ট্রাক্ট পদ্ধতিতে কোন জমির নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসলের বিনিয়োগ চুক্তিতে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চাষাবাদ করা যায়। ফসল ওঠার পর জমির মালিক নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল কৃষকের কাছ থেকে জমি ব্যবহার করা বাবদ গ্রহণ করেন। জমির মালিক চাষাবাদের কোন খরচ বহন করেন না, খরচ ও ঝুঁকি উভয়ই জমিকন্ট্রাক্ট ন্যে কৃষকের।

এলাকাত্তি তকি অনুযায়ী যে বসিগল। উল্লেখ করার মত তা হচ্ছে : নীলফামারী মণ্ডাপ্রবন এলাকা হসিবে চহি নতি, জে তদারের হার কম। ফলে কৃষকের নজি জমি চাষের প্রবনতা বশেঁ। এখানে লীজ গ্রহণকারীর সংখ্যা বশেঁ। পটুয়াখালী এলাকার কলাপাড়া সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা। এলাকায় নে নাজলের প্রভাব বশেঁ। এই এলাকায় খায়খালসী প্রথা বশেঁ চলে এবং ফসলের বিনিয়োগে কন্ট্রাক্ট প্রথা বশেঁ প্রচলতি। নওগাঁ বরেন্দ্র এলাকা হবার কারণে ভূমি ব্যবহারে কৃষকের নজিস্ সম্প্রকৃত বশেঁ। বিশেষ করে খনী জমি আমবাগানে পরিণত করার প্রবনতা বৃদ্ধির কারণে জমিলীজ ও বর্গা দবোর প্রবণতা কম। বগুড়াতে সবজী চাষের প্রধান বশেঁ, বিশেষ করে সারিয়াকান্দতি মরচিরে চাষ হয় বশেঁ। যা কনি হাই ভ্যালু ক্রাশ ক্রপ হসিবে পরিচিতি। দিনাজপুর খান উৎপাদনের এলাকা। এখানে সুগন্ধী চাল উৎপাদন হয় ফলে জমিলীজ দবোর এবং নবোর প্রবনতা বশেঁ। এখানে জে তদারের হাতে থাকা জমির পরিমাণ অনেক বশেঁ।

০০০০ ০ ০০০০০০ ০০০০০০

কৃষিও কৃষকের সমস্যা চরিত্র এবং অব্যাহত, তবে সমস্যার ধরন কখনও কখনও পরিবর্তিত হয়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে কৃষকেরা যে সমস্যাগুলি তুলে ধরছে তার মধ্যে অন্যতম :

১. কৃষকদের প্রধান সমস্যা মধ্যম বৃত্তে গী। মাঠ আর ক্রতোর মধ্যে বাজার দররে তনকে পার্থক্য থাকে। সরকারের উচিত এরকম কোন দায়িত্ব নেওয়া যাতে কৃষকরা সরাসরি পণ্য বিক্রি করতে পারে।
২. কৃষকদের মজুরি হার সব জায়গায় অভিন্ন নয়।
৩. কৃষিজমি, অকৃষিজমি ব্যবহার হচ্ছে।
৪. গ্রামে কর্পোরেট পুঞ্জের প্রবেশ ঘটছে, এতে ছোট চাষীরা মার খাচ্ছে।
৫. কৃষকরা সংগঠিত হতে পারেনা নরিক্ষতার কারণে।
৬. কৃষক উপযোগী বাজারজাতকরণ পলসি নহে।
৭. কর্মকর্তা ও রাজনীতিবিদদের মধ্যে সত্য ও জবাবদহিতার অভাব।
৮. সরকারী অফিসে আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব।
৯. কৃষকদের প্রযুক্তি গ্রহণ করার মানসিকতা এখনও প্রাথমিক অবস্থায় নেতব্যাচক।

কৃষকের সমস্যা কৃষক ভাল। বোঝে - তাই কৃষকের কাছ থেকেই এ বসিয়ে আরও বশিদভাবে জানার জন্য অনুষ্ঠানে আগত পাঁচ জেলার কৃষকদেরকে এই পর্যায়ে আহ্বান জানানো হয় তাদের চ্যালেঞ্জের কথা সকলের সামনে তুলে ধরার জন্য। নীচে তাদের বক্তব্য তুলে ধরা হল।

দনিজপুর জেলার ফুলবাড়ী উপজেলার লালপুর গ্রামের কৃষক আবুল খায়ের বলেন, কৃষকের অবস্থা হচ্ছে 'সর্ব্বাঙ্গ' ব' যথা, ঔষধ দবি কে'থা' বাজারে সার কনিত গলে ভেজাল পাওয়া যায়, যটো ২০ কজেরি জায়গায় ৪০ কজেরি দিলেও কাজ হয় না। দোকানদাররা ওজনে কম দেয়, প'রতবিদ করলে বলে তারা এভাবেই এনছে। এছাড়া মাঝে মাঝে সার সংকট দেখা যায়। গত ক'বছর ধরেই আমন মৌসুমে সার সংকট দেখা গেছে। গত বছর চনিকিটারিখান পোকার আক্রমণে প'রায় ১ একর জমিরি খান নষ্ট হয়ে গেছিল, প'রয়োজনীয় পরামর্শ কারও কাছ থেকে পাননি। এবছর সনিজনেটা ক'মা পানরি একটা ঔষধ দিয়েতে সমস' যাটা হয়নি। কনি'তু এ ঔষধটার দাম অনেক বেশী, আর ব' যাপক চাহদির কারণে এখন ভেজাল পাওয়া যাচ্'ছে। রহিব এর সাথে গণগবষণে শুরু করার পর থেকে য' কে'ন ক'ষিউপকরণ ক'রয়ে সময় ম'মে। বা বলি সংগ'রহ করা শুরু করছেন, য'নে ভেজাল হলে তাভি'গে করা যায়। নীতনি'র' ধারকদের প'রতিনি'র' থে'রখেছেন হাইব্রীড বীজ না করে উফশী বীজ করতে, য'নে ক'ষকরা বীজ সংরক'ষণ ও ব' যবহার করতে পারে। এছাড়া প'রাক'তকি দূ'র্ যোগে ক'ষি খাত সবচেয়ে বেশী ক'ষতগি'রস'ত হয়, এখানও ক'ষক কে'ন ক'ষতপি'রণ পায় না।

নীলফামারী জেলার ডমিলা উপজেলার পচারহাট গ্রামের শচীন দ্রনাথ বলেন, কৃষকের কে'ন সংগঠন না থাকার কারণে কৃষকরা এক সুরে কথা বলতে পারেনা, ফলে ক'উে কৃষকের কথা শুনেনা। যদ'সি'ম' মলিতিভাবে বলা যায়, তাহলে সবাই শুনবে। ক'ষিকাজের জন' য মাটিপিরীক'ষা থুবই জরুরি, কনি'তু এখন মাটিপিরীক'ষা করতে অনেক ভ'গান'তি, এ ব' যাপারে কে'ন ক'ষকবান'ধব পদ'খতিবিরে করতে পারলে ভাল হত। ক'ষিপরিামর্শের কে'ন বকিল'প নাই, কনি'তু সরকারী ক'র'মক'র'তাদের পাওয়া যায় না, এ ব' যাপারেও দ'ষ্'টিদেয়া দরকার। এছাড়া ক'ষকদের প'রশকি'ষণের ব' যবস'থা করলে ভাল হবে। নওগাংর মহাদবেপ'র উপজেলার মাইনুল ইসলাম জানান তার এলাকায় ডপি টিউবওয়ালে বেশী টাকা ন'য়ে হয়। এছাড়া ইউনয়িনে প'রায় ১-১০টি ইটভাটা রয়েছে, যার কারণে সব উ'চু জমতি'। সমান হয়েছেই, এখন ক'ষিজমিরি মাটিও ইটভাটায় চলে যাচ্'ছে। ১-২ ফুট মাটি ১০- ২০হাজার টাকায় ল'কেজন বকি'র'ক'র'ে দিচ্'ছে, যার ফলে স'চে দেয়ার সময় আশেপাশের জমিথেকে পানি'চলে আস'ছে, ফলে স'ও মাটিবকি'র'ক'র'তে বাধ' য হচ্'ছে।

পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার এলমেপুর গ্রামের কৃষক ম'া: ম'োশাররফ হ'ো'সনে বলেন, তার এলাকায় ব'ড়ীবাংধরে স'লু'ইসগটেগ'লে'র থুব খারাপ অবস'থা, স'গে'লে'। ম'রোমত করে পরচিলনা কমটি'ক'র'লে গ'রামটা লবনাক'ততা থেকে মু'ক'তি প'তে। ক'নেনা স'লু'ইসগটে পরচিলনা কমটি'না থাকায় য' যার স'ুবধিমত পানি'ছিড়ে দেয়। এর ফলে লবণাক'ততার কারণে সাধারণ কৃষক তার জমতি' চাষাবাদ করতে পারে না। এছাড়া খাল খনন ও ড'রনের মা'ধ'যমে এলমেপুর গ্রামের ক'ষিউ'পাদন আরও বাড়ান'ে। সম'ভব' ত'বে তার সবচেয়ে বড় সমস'যা, গ'রামের রাস'তাট। স'টো কা'চা হওয়ায় ক'ষিউপকরণ ও পণ' য পরবিহন করতে সীমাহীন দূ'র্ ভোগ প'োহাতে হয়।

বগুড়ার সারিয়াকান্দি উপজেলার হাটফুলবাড়ী ইউনয়িনের নয়াপাড়া গ্রামের কৃষক আনসার আলী বলেন, গ'রামে ব'গে'ন বকি'র' করে এলনে ৬ টাকায়, ঢাকায় স'টো ৪০ টাকা। কৃষকরা মূলত বাজারেই আটকা পড়'ে যাচ্'ছে। আর এখন দনিমজুর'রা ন'য় কৃষকদেরকেই ক'ষিজমতি' আগ'ে আগ'ে গিয়ে মজুরদের জন' য অপেক'ষা করতে হয়। এছাড়া এখন প'রয়োজনীয় সময়ে দনিমজুর' পাওয়া যায় না। অধিকাংশ কৃষক নরিক'ষর হলেও চাষাবাদ সম'প'র্কে প'রাথমকি'ধারণা আছে এবং স'ে ধারণা থেকেই লাভজনক ফসলের চাষাবাদ শুরু করছে। য'মেন, আগ'ে নয়াপাড়া গ'রামে মাত'র দু'ই জন টমটে'। চাষ করত, এখন প'রায় ৫০ জনের বেশী কৃষক টমটে'। চাষ করছে। ত'বে ফসল বা সবজি'চাষ করতে গিয়ে একবার ভাইরাস বা প'োকা আক্র'মণ করলে পুর'ে। ক'ষতের ফসল নষ্ট হয়ে যায়। মডি'য়িতে কৃষক বা ক'ষরি বিভিন্ন সফলতা প'রচার হয়, কনি'তু কৃষকরা য'ে কী পরমািণ ঝু'ক'রি ম'ধ'যে আছে তা ক'উে দেখাচ্'ছে না।

তার ব' যক'তগিত জীবনের অভিজি'ঞতা থেকে তিনি'বলেন, তার ছ'লে স'ক'লে আশানুরূপ ফলাফল না করায় তিনি'শিকি'ষককে কারণ

জজি এসে করছেলিনে। উত্তরে শকিষক বলছেলিনে, আপনচিঘী মানুষ; এসব বুঝবনে না। কৃষককে এরকমভাবেই সবক'ষতে রে অবমূল্যায়িত হতে হয়। তিনিবিলনে, “আমার ছেলেকে আমকিখনও কৃষক বানাবে। না। দরকার হলে সে ছোট চাকরী করবে, কনিতু কৃষকিজ করাবো। না। এটা শুধু আমার নয়, আশপোশরে সব কৃষকরেই মনের কথা। এরকম হলে ভবষি'ঘতে কৃষকিজ করবে কারা?” তার মতে, কৃষিবা কৃষক নযি়ে কাজ করলে দেশের লাভ বই কৃষতিহবে না। কৃষিসংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহকে তিনিমাঠে গযি়ে পর'ঘবকে'ষণ করে ফসলের রোগ-বালাই থেকে উ'পাদন খরচ - সব কছি' হপিবে করে প'রযোজনীয় ব'ঘবস'থা নযের জন'ঘ অনুরোধ করেন। আরও বলনে, দেশ উন্নত করতে হলে কৃষিও কৃষককে উন্নত করতে হবে। কৃষক অর্থনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে এবং রাজনৈতিকভাবে মার খাচ্ছে। কৃষকরে ভয়সেকে সামনে আনার সুযোগ করে দতি হবে।

এ পর'ঘায় প'রকল্প সমন্বয়ক সু'রাইয়া বগেম বগিত দু'বছরে স্থানীয় ও জাতীয় পর'ঘায়ে রহিব আয়োজতি ডায়ালগে অংশগ্রহণকারী রাজনীতিবিদ ও সরকারী- বসেরকারী কৃষিকর্মকর্তাদের মতামত সকলের সামনে তুলে ধরনে, যা নমিনে বর্ণনা করা হল।

০০০০০০০০ ০০০ ০০০০০ ০০০০০০০

প'রকল্পের কাজ করতে গযি়ে আলোচনা করা হয়ছে গ'রামরে কৃষক জনগোষ্ঠী, স্থানীয় নাগরিক সমাজ, সরকারের কৃষি সম'প'রসারণ কর্মকর্তা এবং দেশের মূলধারার এবং বামপন্থী রাজনৈতিক দলের স্থানীয় এবং কেন্দ্রীয় পর'ঘায়ের সদস্যদের সাথে। রাজনৈতিক দলকে বশিষেভাবে আলোচনায় প'রাধান'ঘ দেয়া হয়ছে এ-কারণে যে, কৃষকরে সমস্যাগুলো যাতো রাজনৈতিক দলের স্থানীয় পর'ঘায়ে এবং নীতিনির্ধারণক পর'ঘায়ে আলোচনা করা হয় এবং গুরুত্ব পায়। একই সাথে চাওয়া হয় যে, রাজনৈতিক দলের দলীয় মনেফিস্টোতে কৃষির সমস্যাগুলো অন্তর্ভুক্ত হোক। যদিও এটি খুব সহজ কাজ নয়, তবুও শুরু করা হয়ছে এই বিষয়ে কথা বলা। এ পর্যন্ত আমরা ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ, আওয়ামী লীগের অ'গ সংগঠন- কৃষক লীগ, বিপ্লবী ছাত্রমতৈরী, জাতীয় গণফ'রন্ট, জাতীয় পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি, কৃষক সমিতি, ঐক'ঘ ন'ঘাপ (প'ও'কজ ভট্টাচার'ঘ), জাতীয় কৃষক জেটি, ছাত্র ইউনয়িন, গণফ'রাম,যুব ইউনয়িন, কৃষতেমজুর সমিতি, বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক দল প'রমুখ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলা হয়ছে।

কৃষকরে অবস্থান নযি়ে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের সাথে আলোচনা করা হয়ছেলি তাদের দৃষ্টিভি'গি জানার জন'ঘে, কৃষকরে সমস্যা নযি়ে তারা এবং তাদের দল কতিবো কাজ করছে তা নযি়ে। রাজনৈতিক দলের আত্মঘন'তরীণ মটিংগুলোতে কৃষিনীতি, ভূমিনীতি, কৃষকরে সমস্যা নযি়ে খুব বিস্তৃত আলোচনা করে কনি এবং সি'ধান'তগুলো দলকে ত'গমূল থেকে জানানো হয় কনি। এ প'রস'গ'গে জানা যায় যে, রাজনৈতিক দলগুলোতে কৃষিবিষয়ক অ'গ সংগঠনগুলোতে কৃষক প্রতিনিধিযথার্থ ব'ঘক'তিনা হওয়ার ফলে কৃষকদের কথা বলার মত কটে থাকে না। দলের অ'গ-সংগঠন হপিবো এলাকায় কৃষকদের সমর্থনের জন'ঘ দলীয় কাজ পরিচালনার কারণেই দলের কমটি গঠন করা হয় এবং স্থানীয় একজন নতোকো প'রাধান হপিবো বসযি়ে দেয়া হয়। সেই ব'ঘক'তরি কৃষিসম'প'র'কে জ'গান, অভিজি'গ'তা থাকুক বা না থাকুক। অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ও তাদের কৃষক সংগঠনের বাংলাদেশের সমাজ বশি'লষণে অপারগতা প'রকট এবং কৃষক সমাজ তাদের সংগঠনের ভিত্তিনয়। দলের সদস্যদের ম'ঘে হতাশা যে, বিভিন্ন সি'ধান'ত কেন্দ্র থেকে আসে, সবকছি' ওপর থেকে চাপযি়ে দেয়া হয়, ত'গমূল থেকে কনে কছি' ওপরে যায় না।

দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের সাথে কৃষি প্রশ'নে যসেব বিষয় আলোচনায় প'রাধান'ঘ পযেছে। তার ম'ঘে উল্লেখযোগ্য দকিগুলো নীচে তুলে ধরা হলো:

- রাজনীতির জগতে রাজনৈতিক নতোর ব'ঘক'ততি'ব একটা বড় ফ'যাক'টর। একটা সময় ছিলি, যখন ১ বা ২ জন ব'ঘক'তি কৃষকদের কথা তনকে বেশী ফ'কোপে নযি়ে এসছেলিনে। যমেন, ব'ও'গবন'ধু শথে মুজিবুর রহমান, জননতো মওলানা ভাসানী, কমরুদে মনসিহি, কমরুদে ম'জোফফর আহমদে প'রমুখ। রাজনীতিতে এই ধরনের নবিদেতিপ'রাণ নতেত'বরে এখন বড় আভাব।

- রাজনৈতিক দলে যারা কৃষকরে প্রতিনিধিত্ব করেন তারা অধিকাংশই কৃষক নন।
- রাজনৈতিক দলে কেন্দ্রীয়, জেলা পর'ঘায়ে মটিং হয়; কনিতু কৃষিনযি়ে তমেন কনে আলোচনা হয়না। মটিং এ কৃষকদের ইস'য তুললেও কনে ফল পাওয়া যায় না। দলের মতাদর্শে কৃষক প'রাধান'ঘ পায় না। নাম মাত'র হপিবো কৃষক

সংগঠনের পদগুলো পূরণ করা হয়।

- রাজনৈতিক দলের সদস্যদের সাথে কৃষকদের যোগাযোগ আগের মত নেই। স্থানীয় নেতারা মাঠে বা কৃষকের কাছে যায় না, কৃষকও তাদের কাছে আসে না।

- বর্তমান পুঞ্জবিদী প্রকল্পে যেখানে সমাজতন্ত্র/মার্ক্সবাদকে তুলে প্রশংসা করার চেষ্টা অব্যাহত আছে, কিন্তু মানুষ স্বপ্ন দেখে একটা বৈষম্যহীন রাষ্ট্রের। কিন্তু সে ভিত্তিতে ইউনিয়ন পতনের পর সব শেষ হয়ে গেছে, তাকে বাম নেতা আদর্শ থেকে বচিষ্কৃত হয়েছেন, মানসিকতা বদলে গেছে। আশার আলো না থাকলে মানুষ নিয়তিবাদী হয়ে যায়, ফলে কৃষক/শ্রমিক/ছাত্র কোন সংগঠনই শক্তিশালী হতে পারছে না। আর সংগঠন ছাড়া এসব সমাধান করা দূরহ কাজ। কৃষকের সমস্যা তাই কঠিন হয়ে যাচ্ছে কৃষকের কাছে।

- মার্ক্সবাদ/লেনিনবাদ চীন বা রাশিয়াতে যেভাবে হয়েছে, সেভাবে বাংলাদেশে স্থাপন করা যাবে না। এদেশের বাস্তবতায় ব্যবস্থা নতি হবে, কিন্তু কল্যাণ ঘন সব কিছু আটকে আছে। যেনেভাবে সংসদে যাওয়াই এখন রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য। কৃষক ভোট পলটিকিং করে কল্যাণ আটকে আছে, তা বোঝে না। আলাদা কিছু হওয়া দরকার।

- কৃষকের সমস্যা ও উত্তরণ নিয়ে কাজ করার কথা বাম ও রাজনৈতিক দলগুলো, কিন্তু এখন সেটা করছে এনজিও-রা। এমনকি বিভিন্ন আলাদা আলাদা পলিটিক্যাল ও তারা তৈরি করছে। অথচ যারা নজিদেরকে সমাজ পরিবর্তনের কর্মী হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকে, তাদের দায়িত্ব ছিল কৃষকদের সংগঠিত করা।

- রাজনীতিতে নসিৎকরণ প্রক্রিয়া চলছে। কৃষক পানির জন্যে, সারের জন্যে আন্দোলন করতে গিয়ে গুলি, লাঠি বাড়ি খাচ্ছে কিন্তু তাদের পাশে দাঁড়ানোর মত এবং তাদেরকে নিয়ে ধারাবাহিকভাবে কাজ করার মত সংগঠন নেই।

- কৃষকের ৩টা প্রধান শত্রুঃ ১. সাম্রাজ্যবাদ: যা দেশীয় কৃষিজাত ধ্বংস করে দিচ্ছে, ২. পুঞ্জবিদ: অনুপাদনশীল পুঞ্জি অনুপ্রবেশ এবং লুটেরো পুঞ্জি বকশি হচ্ছে, ৩. মল্লবাদ: নারীদের সামনে এগিয়ে আসতে বাধা দিচ্ছে।

- দেশে বপি লবী পেশাজীবী নেই, যারা কনি আন্দোলন-বস্তু সংস্থানের জন্য সময় ব্যয় না করে দেশের জন্য কাজ করবে। এসব পেশাজীবীদের জীবিকা নির্বাহের ভার নেওয়া উচিত। রাজনৈতিক দলের। যাতে তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যেতে পারে।

- আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে খাদ্য সংস্কৃতি হারিয়ে যাচ্ছে বানিজ্যিক পুঞ্জি অনুপ্রবেশের ফলে। ছোট ছোট উদ্যোগ তারা বহু পুঞ্জি গড়ে পরে উঠছে, তারা হারিয়ে যাচ্ছে। শূন্যমাত্রার নিচ থেকে আন্দোলন করে এসব সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়, এখানে রাষ্ট্রের দায়িত্ব নতি হবে।

- রাষ্ট্র ও বিভিন্ন আন্দোলন জাতিক সংস্থা গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন গবেষণা সম্পাদন করে, সেগুলো মাধ্যমে আবার কৃষকদের শেখার মত নতুন হাতঘির তৈরি করা হয়।

- জাতীয় সংসদে কৃষকের কোন প্রতিনিধি নেই।
- লজ্জাজনক তথ্য চার কারণে রাজনৈতিক দলে প্রকৃত কৃষকদের কোন প্রতিনিধি নেই।
- কৃষকরা জাতীয়তাবাদভিত্তিক দলগুলো থেকে বাম দলগুলোকে এবং ডানপন্থী দলগুলোকে আলাদা করতে পারছে না।
- বাম সংগঠনগুলো ইঙ্গিতভিত্তিক কাজ করে, যা কনি অর্থনীতি-কিনেদ্রীক হওয়া উচিত।
- কৃষকদের দর কষাকষি করার মত কোন সংগঠন নেই। কৃষিতে নারীর অবস্থা আরও খারাপ।
- আজকে জমি কৃষকের কাছে নেই। এমনকি ভোগার সারথকতাও ধরে রাখা যাচ্ছে না।
- সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে রাষ্ট্র, উপরে ঠিক থাকলে নচিও ঠিক থাকবে।
- এখন জেতদারের হাতেও জমি থাকছে না। অনুপ্রস্থি জমির মালিকদের হাতে জমি চলে যাচ্ছে। ফলে লীজ, কন্ট্রাক্ট বন্ধ পিচ্ছ।

- এদেশের কৃষকরা প্রবৃত্তিগত কাজ করে যাচ্ছে এবং অর্থনীতির চাকা সচল রাখছেন উপাদনের মাধ্যমে। অথচ সংসদে কৃষি ও কৃষক নিয়ে আলোচনা প্রাধান্য পাচ্ছে না। কৃষককে ভাল রাখতে হলে তার উপাদনের মূল্য তাকে দিতে হবে। গাড়ি, মোটরসাইকেল, ইলেক্ট্রনিক্স পণ্যের দাম তাকে বাড়লেও মানুষ তা মনে নেয়, কিন্তু আলু-পটলের দাম একটা বাড়লে সে চাচার হয় এবং মডিয়াতে ফোকাস করা হয়। অর্থাৎ ব্যবসায়ীদের মূল্য স্বেকার করা হয়, কৃষকের নয়।

- রাষ্ট্র উপাদনে সাহায্য করছে, কিন্তু কৃষক উপাদতি ফসলের দাম পাবে কনি তার নশিচয়তা নেই। রাষ্ট্র বাজার তৈরি করতে পারেনি। কৃষক বেচতে গিয়ে একবার ঠকে, কনিত গিয়ে আরেকবার ঠকে। এখানে কাজ করা দরকার।

- তৎক্ষণাত থেকে আন্দোলন না হলে রাষ্ট্রের উদ্যোগে ভূমিসংস্কার করা সম্ভব হবে না।
- কৃষকরা বিভিন্ন ধোঁকা খাওয়ার ফলে এখন রাষ্ট্র, নেতা, রাজনৈতিক দল কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না।
- সমস্যা সমাধানের জন্য কৃষকদের নজিদের সম্মিলিত আন্দোলন করতে হবে।

- রাজনৈতিক দলের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে কৃষকের কাছে পৌঁছানো হয়েছে। এ ব্যর্থতার ফলে রাজনৈতিক দলের প্রতি কৃষকের আস্থাহীনতা সৃষ্টি হয়েছে। এর দায়ভার দলের নেতাদের নতি হলে এবং কৃষকের আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে।
- বর্তমানের কৃষিজাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও-র শোষণের শিকার। এ অবস্থার উত্তরণে যথার্থ কৃষি ও ভূমি নীতীকরত হতে হবে।
- এনজিও-রা কৃষকদের নিয়ে সত্যিভাবে কাজ করে না; কৃষিউপকরণ ডিলার, কৃষকতা ও নেতাদের ঘেঁষে গপসাজশ তা নিয়ে তারা কথা বলে না। রাজনীতিবিদদের প্রতিনিয়িত এনজিও-কালচারের সাথে ঘৃণা করতে হচ্ছে।
- সরকারী কৃষিকর্মকর্তাদের বাবু মানসিকতা পরিত্যাগ করে কৃষক বান্ধব ভাবে কাজ করতে হবে। কৃষিঅফিসে কৃষকদের প্রবেশাধিকারকে উন্নীত করতে হবে।
- শক্তির অভাবের কারণে কৃষকরা উন্নীতকরতে পারেনা। তাই শক্তির ব্যবস্থায় কৃষিবিষয়কে জোরালো ভাবে সম্বলিত করতে হবে। শক্তি জনগণের কৃষিতে আগ্রহী হলে পরিস্থিতিবদলে যাবে।
- কৃষতেমজুররা বেশী মজুরী চাচ্ছে, কিন্তু কৃষকরা দিতে অপরাগ। ফলে মজুররা শহরে চলে যাচ্ছে।
- বর্তমানে অস্থিতিশীল রাজনীতি একটা বড় সমস্যা। বিশেষ করে সরকারে যারা আছেন তারা বরছেনে ঘেঁষে, জগদীশ্বাদ এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তাদেরকে সুস্থির থাকতে দিচ্ছেনা। এসব বিরোধিতা সামাল দিতেই কৃষির মত অন্য়ান্য বিষয়গুলোতে যথাযথ নজর দেয়া সম্ভব হচ্ছে না।
- গবেষণা সংস্থাগুলো যদি তাদের গবেষণার ফলাফল সরকারের কাছে তুলে ধরে তাহলে হয়ত সরকারিপলিসিতে তার প্রভাব পড়বে।
- কৃষক সংগঠন ছাড়া কৃষক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, এজন্যে কৃষক নেতৃত্ব দরকার।

সুপারিশ হিসেবে কিছু দিক নির্দেশনাও রাজনৈতিক দলের সদস্যদের কাছে থেকে এসেছে। যমেন :

- ১) কৃষির উন্নয়নে স্বল্পময়্যেদী, মধ্যময়্যেদী ও দীর্ঘময়্যেদী কর্মসূচীভিত্তিক কাজ ঠিক করে এগুতে হবে এবং স্বল্পময়্যেদী কর্মসূচী সরকারের কাছে থেকে জোর করে আদায় করতে হবে।
- ২) পুঞ্জবাদকে স্বীকার করে নিয়েই কৃষকের সমস্যার সমাধানকে কাজ করা।
- ৩) অনুপস্থিতি জমির মালিকরা জমিলীজ দিয়ে থাকেন। সেক্ষেত্রে সরকার তাদের কাছে থেকে জমিভাড়া নিয়ে প্রকৃত উৎপাদক কৃষকদের দীর্ঘময়্যেদী লীজ দিতে পারবে। এই জমিসমবায় বা ভূমিবিষয়ক মাধ্যম দোয়া যতো পারবে।
- ৪) সম্মিলিতভাবে চাষাবাদ বা সমবায় প্রতিষ্ঠান মাধ্যম সমস্যার উত্তরণে কাজ করা যায়।
- ৫) সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে পরিবর্তন সম্ভব এবং জমি-জমা সবই হবে রাষ্ট্রের।
- ৬) বর্তমানে বাজার ব্যবস্থা, মধ্যস্বত্বভোগী বাজার ব্যবস্থানা হয়ে হওয়া উচিত। উৎপাদন-ভোক্তা কেন্দ্রিক বাজার ব্যবস্থা।
- ৭) বায়দলগুলোকে প্রোগ্রামভিত্তিক কাজের পরিবর্তে অর্থনীতিকেন্দ্রিক কাজ করতে হবে।
- ৮) কৃষকের অবস্থা এবং সমাজ পরিবর্তনের জন্যে দেশে বিপ্লবী পশোজীবিতরী করতে হবে।

বাম চিন্তাধারার রাজনৈতিক দলের বক্তব্য হচ্ছে তারা সাময়িক লক্ষ্য এবং দীর্ঘময়্যেদী লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। দীর্ঘময়্যেদী লক্ষ্য হচ্ছে ক) সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন খ) মহেন্তী মানুষের পক্ষে সরকার গঠন। সাময়িক লক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্ন বেসিক ডায়ান্ড পূরণ যমেন, খাদ্য জমির সুষম বন্টন, সারা বছরের কাজের নশিচয়তা, ফসলের লাভজনক মূল্য, কৃষিউপকরণের দাম কমানো, গ্রামে রেশনি ইত্যাদি। সরকারের কাছে তাদের এসব দাবী সরকার ঘাতে এসব দাবী পূরণ করে সেই লক্ষ্যে সমিতির পক্ষে থেকে নিয়মিত ঘরোও, মহিলি, মটিং, র্যালি কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে। ১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ, নব্বই-এর দশকে ভূমিহীনদের মধ্য খাদ্য জমির বন্টন, বর্তমানের

কৃষিকার্ড, শস্য বীমা ইত্যাদি এসব তাদের দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল।

একসময় বাম রাজনৈতিক দলগুলোর বহু কৃষক সংগঠন ছিল, যারা ততোগা, খাস জমবিন্টন, কৃষতেমজুরদের মজুরী বৃদ্ধির মত বড় বড় আন্দোলন করছে। বর্তমানে এ-ধরনের শক্তিশালী কৃষক সংগঠন দেখা যাচ্ছে না।

কৃষক নিয়ে আলোচনা করার সময় দেখা গেছে রাজনৈতিক দলের সদস্যরা আত্মসমালোচনা করছেন। ঢাকার বাইরে এটা বেশি দেখা গেছে, কারণ তাদের মধ্য কৃষক নিয়ে ভাবনা গুরুত্ব লাভ করে থাকে এবং তারা খেলামলো কথা বলছেন। এক অর্থে নজিদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করছেন এবং সখোনে রাজনীতিপরিধান বিষয় হিসেবে এসেছে। যা তুলে ধরে যে, কৃষিকৃষি মরি ব্যবহার, ভূমিস্বত্ব এবং কৃষকের সমস্যা তথা কৃষিপরিশন - আসলে রাজনৈতিক ইস্যু এবং এসবের সমাধান রাজনৈতিকভাবেই করতে হবে।

প্রকল্পে রহিব যে গণগবেষণার মাধ্যমে কৃষক দল গঠন করেছে সে সম্পর্কে আলোচনা হয়। গণগবেষণা দলে মূলত কৃষকরা নজিদের সমস্যা নজিরো চিহ্নিত করেন, সমস্যার সমাধানে দিক নির্দেশনা দান করেন এবং সমাধানে বাস্তব কার্যক্রম গ্রহণ করেন। এই আদর্শ নিয়ে প্রকল্পে কৃষক দলগুলো। কী ধরনের কাজ করছে সে সম্পর্কে নীলফামারীর ও দিনাজপুরের গবেষণা সহকারী মোঃ আমজাদ হোসেন ও মোঃ সাইদুর রহমান বক্তব্য রাখেন। আমজাদ বলেন, গ্রামে কাজ করতে গিয়ে কৃষকদের নানা সমস্যার কথা শুনতে হয়। বর্তমানে ডিমলা উপজেলার পচারহাট গ্রামের কৃষকদের সমন্বয়ে গঠিত গণগবেষণা দলের কৃষকরা তাদের সমস্যা, এর কারণসমূহ এবং সমাধানের উপায় খুঁজে বের করার জন্য গণগবেষণা মণি করছে। এ এলাকায় বছরের নির্দিষ্ট কিছু সময় (ফাল্গুন-চৈত্র ও আশ্বিন-কার্তিক মাস) কাজ থাকে না, ফলে অর্থ বা খাবারও থাকে না। এ থেকে পরিত্রাণের জন্য তারা দলগতভাবে অর্থ সংগ্রহ ও ভূট্টা চাষ করছে। এছাড়া বীজ ব্যাংক ও খান ব্যাংক করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এজন্যে কৃষকরা গণগবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন পদক্ষেপে গ্রহণ করেছে।

দিনাজপুর জেলায় কর্মরত গবেষণা সহকারী সাইদুর রহমান বলেন, ফুলবাড়ী উপজেলার লালপুর গ্রামের কৃষকের অনেকে সমস্যার মধ্যে একটা হচ্ছে বাজারে ফসল বা শাক-সবজি বিক্রি করতে গিয়ে অতিরিক্ত তেলা প্রদান করতে হয়। গণগবেষণা দলের সদস্যরা এজন্য সরকার নির্ধারণিত তেলার হারের তালিকা সংগ্রহ করে গ্রামের কৃষকদের মাঝে বিতরণ করে দিয়েছে, ফলে এখন আর অতিরিক্ত টাকা নতি পাবে না।

এই ধরনের সফলতা কৃষির বিশাল সমস্যার প্রক্ষেপে খুবই কৃষিগ একটা আশার রেখা। এটিকে আরও দৃঢ় করতে হলে প্রশ্ন তুলতে হবে যে, আমাদের ভূমিকা কি হওয়া উচিত? এই বদ্বিঘমান অবস্থার প্রক্ষেপে আমাদের কী করণীয় সে সম্পর্কে খেলামলো মত প্রকাশের জন্যে আহ্বান জানানো হয়। যমেন-

১. কৃষিও কৃষককে রক্ষার জন্যে রাজনৈতিক দলসমূহের কী ভূমিকা?
২. রাষ্ট্রের ভূমিকা
৩. বেসরকারি সংগঠন- যারা কৃষিও কৃষিভূমিনিয়িত কাজ করছেন তাদের ভূমিকা
৪. গবেষক ও শক্তিবাদীদের ভূমিকা
৫. কৃষকের ভূমিকা কি হওয়া উচিত?

এই পরবে যুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণে সকলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

০০০০০ ০০০০০০

যুক্ত আলোচনায় সবাই গঠনমূলক বক্তব্য রাখেন। এখানে বক্তৃতির বক্তব্য নয়, বিভিন্ন পটকে হেল ডারদের প্রক্ষেপে তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো। তুলে ধরা হল:

০০০০ ০০০০০০০০০০ ০০০০০০০০

কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্ৰতিনিধিরা কৃষকদের সমস্যার প্ৰক্ষেপিতে বলেন, ইউরয়ি সার ৬ মাসের বেশী বস্ তাবন্ দি থাকলে নষ্ট হয়ে যায়। ইউরয়ি ছাড়াও অন্ য কোন নষ্ট বা ভেজাল সার প্লে স্ লষি ট এলাকার কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তর দ্ টি আকর্ষণ করতে হবে। এখন দেশে অনেক কম্ পানিকীটনাশক উ পাদন ও বপিননের সাথে জড়তি, এর মধ্ যে অনেক ভেজাল কম্ পানতি আছে। যারা অন্তৈকিভাবে তাদের ব্ যবসা চালু রেখেছে। এরকম ভেজাল কীটনাশক প্লেও স্ লষি ট এলাকার কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তর কাছে জানাতে হবে। স্চে- এর ব্ যাপারে ১৯২৭ সালের একটা আইন আছে। এ ব্ যাপারে নতুন আইন দরকার। কৃষকদের সবচেয়ে বড় সমস্ যাটা এখানে প্ণ বপিননের ক্ ষতে রে। এ ব্ যাপারে বিভিন্ন উদ্ যগে ন্যো হলও সফল হয়নি। গবেষণার মাধ্ যমে একটা কার্ যকর পদ্ ধতি বের করতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্ বপূর্ণ ব্ যাপার হচ্ছে ক্ রপ জেনি করা। অর্থাৎ যে এলাকায় যে ফসলের উপযে গী মাটি স্েখনে সে ফসল করা এবং কী পরমিান চাহদি জনে সেই পরমিাণ উ পাদন করা। সময়ে পযে গী কৃষিজমি পুর্ য আইন অতি পিত্ ত্ বর বাস্ তবায়ন করতে হবে। জরপিরে মাধ্ যমে প্ রক্ ত চাষীদের চহ্ নতি করে তাদের জমরি খাজনা মওকুফ এবং যারা কৃষিকাজ করে না তাদের খাজনার ব্ যবস্ থা করা যতে পারে। কৃষিঅধিদপ্তর স্ শো ধতি আইন অনুযায়ী প্ রতি ইউনয়িনে ৩টা করে ব্ লক থাকবে, প্ রতিটি ব্ লকে একজন করে উপ-সহকারী কৃষিসম্প্রসারণ কর্মকর্তা থাকবেন। বর্ তমান প্ রকে ষাপটে প্ রতিটি ইউনয়িনে ১টি ব্ লক ও ৮টি সাব-ব্ লক রয়েছে, যার দায়তি বে রয়েছে ১জন উপ-সহকারী কৃষিসম্প্রসারণ কর্মকর্তা। য়েতে তাকে সপ্ তাহে ১ কার্ যদবিস অফসিে মটিহি করতে হয় ফলে বাকি ৪ কার্ যদবিস মাঠ পরদির্ শন করতে পারবেন। সুতরাং কৃষকরা গ্ রামে গ্ রামে সমবায় সমতি করে রাখলে প্ রতি ১৫ দিনে অন্ ত ১ বার করে ৮টি সাব-ব্ লকের সকলের সাথে উপ-সহকারী কৃষিসম্প্রসারণ কর্মকর্তার মতবিনিময় করা সম্ ভব, এক্ ষতে রে কৃষকদের সচতেন হতে হবে।

০০০০০০০০ ০০০০ ০০০০০০ ০০০০০০০০ (০০০০০ ০০ ০০০০০০০০)

বপ্ রিআরস-রি গবেষণা মতে বর্ তমানে কৃষিজমি হ্ রাসরে হার ০.৪৯% (জনাব নূরুজ্ জামান)। বপ্ রিআরস বিভিন্ন ধরনের আধুনিক কৃষি যন্ত্ রপাতি উদ্ ভাবন করছে। কনি তু এগু লে। একজনরে পক্ ষে ক্ রয় বা পরচিলনা কষ্ টসাধ্ য, যদি সমবায়রে মাধ্ যমে এসব যন্ত্ রপাতি গ্ রামে ব্ যবহার করা হয় তাহলে ভাল ফল পাওয়া যাবে, এখানে বায় স্ গঠনগু লে। কাজ করতে পারে। রাজনীতবিদদের গবেষণা ও মাঠ পরদির্ শন উভয়ই করতে হবে। কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তর কেছি ত্স কর্ মকর্তা/ কর্ মচারী থাকলেও প্ রচুর কর্ মঠ কর্ যী রয়েছে, আজকের কৃষি উন্ নয়নে তাদের অনেক অবদান। বর্ তমানে রাজনীতবিদদের স্ চালনের কারণে স্ কর্ মকর্তা পাওয়া দু স্ কর হয়েছে। তাদেরকে বাধ্ য হতে হচ্ছে কেনে একটা গে ষ্ টীর সাথে সমঝোতা করে কাজ করার জন্ য। ভেজাল সার বর্ তমানে বাস্ তব সমস্ যা। দেশে ৪০-৫০% সার ভেজাল। এখানে সরকার- রাজনীতবিদিরা সচতেন নয়। সার কে িথায় ভেজাল হয় স্ টো সবাই জানে, তারপরও এ সমস্ যার প্ রতিকার হচ্ছে না। বাংলাদেশে বীজ স্কে টরে ব্ যাপক উন্ নতি হয়েছে। বর্ তমানে নেপোল ও শ্ রীলঙ্ কার সাথে ষে িথভাবে বীজ উ পাদন শুরূ হয়েছে। তারপরও অন্তৈকি কেছি ব্ যবসায়ী খারাপ বীজের ব্ যবসা করছে। কেছি ফসল হাইব্রীডের কোন বকিল্প নেই, য়েন ভু টু টা। কনি তু দেশে বিভিন্ন উচ্ চ ফলনশীল জাতের বীজও উদ্ ভাবতি হচ্ছে, য়ে লে। স্ রক্ ষণ ও পুনর ব্ যবহার করা যায়, য়েন খানের ক্ ষতে রে বরি- ৩৩, ৬৭, বনি- ৭, লবনসহি ণু বনি- ৮, ১০ প্ রভৃতি। সরকারিও বসেরকারি স্ গঠনের দায়তি ব্ এসব প্ রযু ক্ তরি সাথে কৃষকদের পরিচয় করিয়ে দেয়া। বিভিন্ন প্ রতিকূল আবহাওয়া উপযে গী বিভিন্ন প্ রকার ফসল ও প্ রযু ক্ তি উদ্ ভাবতি হচ্ছে। এগু লে। নয়িে মাঠে যতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্ বপূর্ণ হচ্ছে ক্ রপ জেনি য্ যাপ করা হয়েছে, এটাকে বাস্ তবায়তি করতে হবে। শূ ধু শস্ য বা আলু নয়, দেশে এখন সবজরিও স্ রক্ ষণাগার দরকার। এছাড়া বড় শহররে পু পার যার ক্ টেরে সাথে কৃষকদের লয়াজে করিয়ে দেয়া যতে পারে, বপ্ রিডির্ কন্ ট্ রাক্ ট গ্ রে য়ারদের মত।

০০০০০০০০ ০০০০০

যেসেব বসেরকারসিংগঠন কৃষিও কৃষক নথি কাজ করনে তারা এই আলোচনার গুরুত্ব উপলব্ধিকরে বলেন, এখন দনিজপুরের স্বেচ্ছাসেবক জরিপ ক্রিয়া ক্রান্তি বরি- ৩৯ এর সমন্বয়ে বরি- ৬২ নামে একটি জাত উদ্ভাবতি হয়েছে। এর চাষের বস্তু তার করলে কৃষকদের লাভ হতে পারে। বীজ নথি তাকে কথা হলও বর্তমান অবস্থা ভাল নয়। এগরকিলচার এডভাইজারসি সাইট-রি ফার্ম সীড নামে বীজ উৎপাদনের একটি পদ্ধতি আছে, যেখানে কৃষকরা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ, ব্যবহার, বণিগণের সাথে সরাসরি জড়িত থাকে। কটে এ মডলে নথি কাজ করতে চাইলে তারা সাহায্য করতে পারে। বর্তমান প্রকল্পে বীজ উৎপাদন করে কৃষকরা লাভবান হতে পারে। খান বখাং শুনতে তাকে ভাল লাগলেও ব্যবস্থাপনায় তাকে বামলো হয়, এখানে সাবধান থাকতে হবে। বাংলাদেশে এত বেশী সংখ্যক কৃষিপ্লট, যে মাটি পরীক্ষা করা তাকে কষ্টকর এবং তাকে সময় ফলও পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে Participatory Integrated Plant Management নামে একটি মডেল কৃষকরা ব্যবহার করতে পারে, এগরকিলচার এডভাইজারসি সাইট-র সাথে যোগাযোগ করলে এ ব্যাপারে সাহায্য করা সম্ভব। সচে বর্তমানে পুরোপুরি বানিজ্য নথি ভর। কৃষিগণের যল্ল্য বর্তমানে একটি অসামান্য যোগ্য সমস্যা হিসেবে বহিঃস্থ হচ্ছে। দনিমজুর সংকটকে বাংলাদেশের উন্নয়নের একটি লক্ষ্য হিসেবে দেখা যায়। কৃষিজমি ব্যবহার যেহেতু কৃষাণ ব্যবস্থার দিকে চলে গেছে, এটাকে কৃষকবান্ধব করতে হবে। সরকারি কৃষককে লাভজনক ফসল চাষের দিকে নজর দিতে হবে। পাবনার ঈশ্বরদী এক্ষেত্রে বাস্তব উদাহরণ।

দেশে ইটভাটা নথিত রণ আইন রয়েছে এবং সে আইন অনুযায়ী তদন্ত করে দেখতে হবে কোন জায়গায় কৃষিজমি নিষ্টি হচ্ছে কনি। ২০০৬ এর শ্রমিক আইন অনুযায়ী কৃষি শ্রমিকরা অধিকারগুলো পাচ্ছে কনি দেখতে হবে এবং বর্তমান প্রকল্পে আইনটাকে আরও যোগ্য পথে গী করতে হবে। কৃষিজমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঝুঁকিটি শূন্য কৃষকের, ঝুঁকিটি দ্বি-পাক্ষিক করা যায় কনি সচো দেখতে হবে। সারা দেশেই ভূমিদূষণ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পাহাড়, কৃষিজমি, জলা প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপাদানগুলো ব্যাপক দূষণের শিকার হচ্ছে। জুয় চাষের যত বিভিন্ন প্রাকৃতিক ব্যবস্থা টকিয়ে রাখা সহ গবেষণার মাধ্যমে প্রকৃত অবস্থা চিন্তিত করে ব্যবস্থা নতে হবে। সাংবিধানিক সমতা নিশ্চিতকরণে জমির সলি ২০-২৫ বছির মধ্যে আনতে হবে খাস জমি ও চর সম্প্রকৃত আইনের যথাযথ কার্যকারিতা বাস্তবায়ন সহ কৃষিজমি সংক্রান্ত আইন পরিমলন করতে হবে। এছাড়া কৃষিসংক্রান্ত আইনগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

০০০০০০ ০০০০০০০০ ০০

প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো গুরুত্বের সাথে কৃষি বা কৃষককে দেখেছে না। রাজনৈতিক দল, সরকার, এনজিও সকলেই কৃষককে ব্যবহার করছে নজিদের প্রয়োজনে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রয়োজনে তাকে তাকে অন্য সেক্টর থেকে এসে কৃষি সংগঠনে কাজ করতে হয়। মূল ধারার রাজনৈতিক দল বা যারা সরকার গঠন করছে, তাদের কৃষিতে কী ভূমিকা, সচো কিসফল না ব্যর্থ, সামগ্রিকভাবে গবেষণার দাবি রাখা।

বিশ্বের তাকে দেশে কৃষিজি লাভজনক হলও বাংলাদেশে একবারেই নয়। এজন্য আজ কটে তার প্তানকে কৃষক বানাতো চায় না। উন্নত দেশে অকৃষি খাতগুলো তাকে লাভজনক হওয়ায় কৃষিতে খুব সংখ্যক মানুষ জড়িত থাকে, ফলে তারা লাভ করতে পারে, এদেশে সচো হয়নি। বাংলাদেশে ভেক্তারা চায় কম দামে কৃষিগণ্য ক্রয় করতে আর কৃষকরা চায় লাভজনক দাম। এ দুইয়ের দ্বন্দ্ব নথিসন করতে হয় সরকারকে। সারের দাম কমিয়ে, ১০ টাকায় একাউন্ট খোলা ও বিভিন্ন নভাবে সরকার কৃষককে সাহায্য করে এটা সমাধান করার চেষ্টা করছে। এখন শক্তি তাকে লেকরো কৃষিতে আগছে না, এটা খুবই খারাপ লক্ষণ। দেশী-বদেশী কৃষিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আরও প্রচার-প্রসার এবং শক্তি তাকে লেককে কৃষি খাতে নথি যাওয়ার মাধ্যমে এ খাতকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। এছাড়া অকৃষি খাতকে আরও লাভজনক করে তুলতে হবে, যেন কৃষি খাতে মানুষ কমে যায়।

11 / 12

এছাড়া আবাদযোগ্য জমি হিসেবে রাখার জন্য কার্যকরী ভূমি ব্যবহার নীতীকরিত হব। কৃষিপণ্য বাজারে আনা-ন্যয়ের জন্য অবকাঠামো ও এসকরান্ ত যসেব অনিয়ম ও অব্ যবস্ থাপনা রয়েছে সেগে লে। ঠকি করত হব। সচেত্রে বম্মিট কৃষকরা সমবায়রে মাধ্ যমে নজিরো নমিন্ ত্ রণ ও পরচালনা করত পারলে ভাল ফল পাবে, আমার মনে হয় চেষ্টা করলে এটা সম্ ভব। শক্ তশিলী কৃষক সংগঠন থাকলে যে কৈন প্ রকার কৃষিউপকরণ ভজোল প্ রতরিে াধ করা সম্ ভব। কৃষতেমজুরদেরে নমিয়ে পকর্ তা হচ্ ছে কৃষকরা। ১১১৬-১৮ এর দকিে রংপূর অঞ্ চলে মজুররা আগাম শ্ রম বকি্ রকিরত ১০-১৫ টাকায়, এছাড়া কাজে আসার সময় সন্ তানদেরে নমিয়ে আসত কাজ করার জন্য, ব্ যাপারটা অনকেটা দাস প্ রথার মত ছিল। কৃষতিে পু্ জবিাদ শক্ তশিলী হয়ে যাওয়ায় তারা এখন আধুনিক শ্ রমকি হিসিবে আত্ যপ্ রকাশ করেছে, ২০১৩ সালরে শ্ রম আইনে গ্ রামীণ শ্ রমকি হিসিবে স্ বীক্ তওি পেয়েছে। এখন অনকে জায়গায় মজুর পাওয়া যায় না, কারণ থয়ে পরে বঞ্চে থাকার জন্য যে টাকার দরকার কৃষকরা তা দতিে অপারগ। যদমিজুর ও কৃষকরা একসাথে বসে আলোচনার মাধ্ যমে মজুররি হারটা নরি্ ধারণ করত পারে, তাহলে দু'পক্ যই সন্ তুষ্ট থাকবে।

সর্বোপরি রাজনৈতিক শক্ তি পারে কৃষকদের সমস্ যার সমাধান করত। এ ব্ যাপারে অনকে আলোচনা হয়েছে, কন্ তু রহিব সব অস্পষ্টতা দূর করে সামনে আলো র রেখা নমিয়ে এসছে। এই লাইনে গবষণা চললে এবং মাঠে গবষণা করলে আশা করি দেশরে অর্ থনীতীঠকি পথে এগে ববে।

পরশিষে বক্ তারা একমত পে ষণ করেন যে, কৃষনিমিয়ে রাজনৈতিকি আলোচনা আরও হওয়া দরকার। আর রহিব-এর এই শূভসূচনা ধন্যবাদ পাবার যোগ্য।